কালের কণ্ঠ

04 JAN 2015

৮০ স্কুলে খেলার মাঠ নেই

অমিতাভ দাশ হিমুন, গাইবান্ধা ▶

'বাড়ী ভাঙ্গিয়্যা নদীত গেছে। এখন এক আত্মীয়ের বাড়িত থাকি। সেটি থাকিয়্যা স্কুলে আসি। কোনো জাগাতে খেলার মাঠ নাই। ডাঙ্গুলি আর হুড়াহুড়ি ছাড়া কোনো খেলাই খেলবার পাই না।' মন খারাপ করে কথাগুলো বলল গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার সরদারের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র বাবু মিয়া (৮)। একই ধরনের কথা ফুলছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির আছমা আক্তারের (১০), 'খেলার জায়গাই নাই খেলমো কোটে? টাউনের চেংড়িগুল্যা ফুটবল খেলায়, ক্রিকেট খেলায়। হামরা এগলে কোটে শিকমো?'

কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ফুলছড়ি উপজেলায় ৯৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৮০টির খেলার মাঠ নেই। অবশিষ্ট ১৪টি বিদ্যালয়ে মাঠ থাকলেও খেলাধুলায় উৎসাহ দেওয়ার লোক নেই। এ কারণে ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোতে ভবন থাকলেও টিফিন বিরতি কিংবা অন্য সময়েও ক্লাসে বসেই ছাত্রছাত্রীদের সময় কাটাতে হয়।

এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের সরদারের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ। কখন যে খুদে শিক্ষার্থীরা নদীতে পড়ে যাবে, তা নিয়ে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকেন অভিভাবকরা। একই অবস্থা চরাঞ্চলের আরো ৩০টি বিদ্যালয়ের। আবার অনেক স্কুলে নামেমাত্র মাঠ থাকলেও বছরের ছয় মাস পানিতে ডুবে থাকে।

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও এলাকার লোকজন জানায়, মাঠের অভাবে বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয় না। এতে করে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফুলছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা শামসুল আলম বুলেন, 'মাঠের অভাবে

ফুলছড়িতে ৯৪ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

চরাঞ্চলের স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তুতি নিতে পারে না। এতে উপজেলা পর্যায়ের কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অনেক স্কুলের নিজস্ব ভবন ছাড়া সামান্য জায়গাও নেই। এমনকি জাতীয় সংগীত গাওয়ার জন্য কোনো স্থান নেই। স্কুলের বারান্দায় কাজটি চলে।'

স্থানীয় সাংবাদিক ভবতোষ রায় বলেন, 'মাঠহীন বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে সিংড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলগার চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলছড়ি ২ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেলুয়াবাড়ী রেজিস্ট্রেশন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাউশি রেজিস্ট্রেশন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক-বিদ্যালয়সহ ৮০টি বিদ্যালয়, যেগুলোতে কোনো খেলার মাঠ নেই। এর মধ্যে ফুলছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭৫০। থানা ভবন একই ক্যাম্পাসে হওয়ায় মাঠের পরিমাণ কমে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা যে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করবে, তাতেও সমস্যা এ বিদ্যালয়ে। আবার অনেক বিদ্যালয়ের জায়গা থাকলেও পরিমাণের তুলনায় কম থাকায় ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা, বিনোদন ও শরীর চর্চা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।'

গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনতোষ রায় মিন্টু বলেন, 'অব্যাহত নদীভাঙন মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। বিদ্যালয়ও মাঝেমধ্যে সরাতে হয়। তাই অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী আলাদা করে খেলাধুলার ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে পারছেন না। তবে সব এলাকায় অন্তত একটি খেলার মাঠ থাকলে ছেলেমেয়েরা পালা করে খেলতে পারত।'

ফুলছড়ি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম বলেন, 'নিয়মানুযায়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে ৩৩ শতাংশ জায়গা প্রয়োজন। এতে বিদ্যালয়ের ভবন তৈরির পর খেলাধুলার জন্য মাঠ থাকবে। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে ৩৩ শতাংশ জমি না থাকায় শুধু ভবন নির্মাণ ছাড়া খেলার মাঠ নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া ভাঙনও জায়গা কমিয়ে দিচ্ছে।'